ঝিনাইদহে ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নের গতিশীলতা আনয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঝিনাইদহে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নের গতিশীলতা আনয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা। প্রশিক্ষণ শেষে সদর উপজেলার ৩০ জন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতার মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

পৌর কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

নাগরিকদের ভোগান্তি দুর ও পৌরসভার সেবা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহে অপসারণকৃত পৌর কাউন্সিলরদের পুর্নবহালের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ টি পৌরসভার কাউন্সিলর, পৌরসভার বাসিন্দাসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মধু, কাউন্সিলর রুহুল আমিন মিন্টু, সামসুল আরেফীন কায়সার, ফারহানা রেজা আঞ্জু, মনিরুজ্জামান, রাকিবুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন, রকিব উদ্দিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পৌরসভার ভোটারদের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের তারা নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পৌরসভার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সেবা নিতে এসে।

জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে সকল সেবা পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। বক্তারা আরও বলেন, আমরা দেশ সংস্কারের পক্ষে। তাই বলে বাদ দিয়ে সংস্কার কিভাবে সম্ভব। পৌরসভার নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের দাবী জানান তারা।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় আলমসাধু চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগর বাথান ঘোষপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শের আলী
(৫৫) নামের এক আলমসাধু চালকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার ভোরে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের নগরবাথান এলাকার ঘোষপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শের আলী শহরের কাঞ্চনপুর গ্রামের মধ্যপাড়ার মৃত বাবর আলী জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

নিহতের ভাতিজা ঠান্ডু জোয়ার্দ্দার জানান, ভোরে শের আলী তার আলমসাধু নিয়ে নগরবাথান বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের নগরবাথান ঘোষপাড়া এলাকায় পৌঁছালে অপর একটি আলমসাধুর সাথে তার সংঘর্ষ হয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে

ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: তাপস বিশ্বাস বলেন, শের আলীকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। দুর্ঘটনার কারণে মাথায় আঘাত পেয়েছে। ইন্টারনাল রক্তক্ষরনের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার এস আই আব্দুর রহমান বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অবশেষে প্রেমিকা রুনাকে নিয়ে ঘর বাধলো শাহিন

বাংলা সিরিয়ালের অভিনয়কেও হার মানিয়ে এক প্রেমিককে নিয়ে দুই তরুনীর টানাটানির অবসান হয়েছে। একজন ছাড় দেওয়ায় অপর প্রেমিকাকে নিয়ে বিয়ের পিড়িতে বসেছে ঝিনাইদহের সেই প্রেমিক শাহিন।

গতকাল রোববার রাতে হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের বিবাহ রেজিস্ট্রার আজিজুর রহমান মিনুর বাড়িতে শাহিনের সাথে রুনার বিবাহ হয়।

প্রেমিক শাহিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাগান্না গ্রামের ইকরামুল হকের ছেলে শাহীন ও রুনা হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের ঘোড়াগাছা গ্রামের আবুল কাশেমের মেয়ে।

প্রতিবেশী ইফাজ উদ্দীন জানান, গত শনিবার বিকালে পাশের গ্রাম থেকে রুনা খাতুন বিয়ের দাবিতে শাহিনের বাড়িতে আসে। রুনার আসার কথা শুনে সাদিয়া নামে আরেক মেয়ে সেও বিয়ের দাবীতে শাহিনের বাড়িতে আসে। শাহিনের বাড়িতে দুই মেয়ে বিয়ের দাবিতে আসায় ঝামেলায় পড়ে যায় শাহীন ও তার পরিবার। কাকে রেখে কার সাথে বিবাহ দিই এই নিয়ে দ্বীধায় পড়তে হয় পরিবারকে। পরে সাদিয়ার পরিবার, শাহিন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া পর তারা সেচ্ছায় চলে যায়। পরে রুনার পরিবারের

সমর্থনে শাহিন-রুনার বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়। রাতে পাশের উপজেলার কাজীর বাড়িতে তাদের বিবাহ হয়।

প্রেমিক শাহিন জানান, সে প্রথমে রুনাকেই বিবাহ করতে চলেছিল। পরে সাদিয়া চলে আসায় তার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়। পরে যখন সাদিয়া স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে যায় এরপর রুনাকে বিবাহ করতে আর কোন বাঁধা থাকে না।

প্রেমিকা রুনা বলেন, আমি প্রথম থেকেই শাহিনকে ভালোবাসি। তাকেই বিবাহ করতে চলেছিলাম। পরে ওই মেয়ে এসে ঝামেলা করলে সমস্যার দেখা দেয়। ওই মেয়ে চলে যাওযায় আমাদের দুজনের বিবাহের আর কোন বাঁধা ছিলোনা।

বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের মানববন্ধন

ইজারার সাড়ে চার বছর থাকতেই বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন ঝিনাইদহ-যশোর বাওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার বেলা ১২ টার সময় বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে এ মানববন্ধন করেন তারা। এদিকে বাওড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী ইজারাদারেরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে ৬ টি বাওড় আছে । যার মধ্যে রয়েছে বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, ফতেপুর, মর্জাদ ও বেড়গোবিন্দপুর। এ সব বাওড়ের মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলায় বড় দুইটি বাওড়ের একটি বলুহর ও অন্যটি জয়দিয়া বাওড়। বাওড়গুলো দীর্ঘদিন সরকারি ভাবে চাষ করে আসছিল বাওড় পাড়ের মৎস্যজীবিরা। তবে প্রতি বছর এ সব বাওড়ে সরকারের লোকসান হত।

এ কারনে ২০২২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় বাঁওড়গুলোকে মৎস্য অধিদপ্তর

করার বিষয়টি আমার জানা নাই। তবে এখন সবাই স্বাধীন আন্দোলন করতেই পারেন।

তিনি বলেন,যেহুতু বাওড় ইজারাদারদের দখলে রয়েছে, সেহেতু ওনারা বিষয়টি নিয়ে জেলায় কথা বলতে পারেন।

ঝিনাইদহের আদালতের রায় অমান্য করার অভিযোগ সহকারী কমিশনারের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) এস এম সিরাজুল সালেহীনের বিরুদ্ধে আদালতের রায় অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী কানাডা প্রবাসী মো. মহিউদ্দিন ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

গত ২২ অক্টোবর সকালে শৈলকুপার কবিরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা চলছে।

জানা যায়, কবিরপুর এলাকায় ২৯.৫ শতক জমি কেনেন মহিউদ্দীন নামের কানাডা প্রবাসী এক ব্যক্তি। জমি কেনার পর সীমানা নির্ধারণ করে ভোগ-দখল করতে থাকেন তিনি। মৌসুমি ফসল ও শাকসবজির আবাদ করেন সেখানে। পরে সেখানে ভূমি অফিস, ইউএনও অফিসসহ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মহিউদ্দিনের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। সেসময় ওই জমির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেয় তারা। উপায় না পেয়ে আদালতের দারস্থ হন তিনি। আদালত তার পক্ষে রায় দিয়ে সরকারের উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ জারি করে। পরে সরকার পক্ষ আদালতে আপিল করলে আদালত আপিল খারিজ করে মহিউদ্দিনের পক্ষে আগের নির্দেশনা জারি রাখেন।

আদালতের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আদেশ থাকার পরে স্থানীয় নায়েব ও এসিল্যান্ড এস এম সিরাজুল সালেহীন ওই জমিতে এসে জোরপূর্বক সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেয়।

মহিউদ্দীন অভিযোগ করে বলেন, কবিরপুর এলাকার চিহ্নিত কয়েকজন সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ যারা ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের দালাল হিসেবে কাজ করে এবং তহশিল অফিস, ভূমি অফিস ও ইউএনও অফিসের কিছু অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। আমি দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমাকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। সবশেষ গত ২২ অক্টোবর এসিল্যান্ড সিরাজুল ইসলাম এসে জোরপূর্বক আমার জমির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেয়। আমি এর ন্যায় বিচার চাই।

এ অভিযোগের বিষয়ে জানতে শৈলকুপার সহকারী কমিশনার(ভূমি) এসএম সিরাজুল সালেহীনের ব্যক্তিগত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস জানান, বিষয়টি আমার জানা নেই। ভুক্তভোগী ওই প্রবাসী সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে স্কুলের বিদ্যুতের তার কেঁটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

!

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের চাঁন্দেরপোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যুতের তার কেটে দিয়েছে কে বা কাহারা। এসময়ে বিদ্যালয় ভবনের ওয়্যারিং তছরুফ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (২ নভেম্বর) রাতের যেকোন সময় এটি ঘটেছে। বিদ্যালয়ে নৈশ্য প্রহরী না থাকায় বিদ্যালয়টি অরক্ষিত ভাবেই চলছে।

প্রধান শিক্ষক নিখিল বিশ্বাস বলেন, শুক্র-শনি ছুটির পরে আজ স্কুলে এসে দেখি একটি ভবনের বিদ্যুতের তার কাটা রয়েছে। বৈদ্যুতিক মিটার থেকেই এই তার কাঁটা হয়েছে। গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি শুক্রবার রাতেও আলো জ্বলেছে স্কুলে কিন্তু শনিবার রাতে জ্বলেনি। এই তার ধরে টানাটানির ফলে শ্রেণি কক্ষের ওয়্যারিং নষ্ট

হয়ে গেছে। কারা এমন শত্রুতা করেছে কিছুই অনুমান করতে পারছি না। এতে যেকোন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারতো। বর্তমানে বিদ্যালয়ে এডহক কমিটি রয়েছে। আমরা বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। এই বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানিয়েছি। জিডি করার পরামর্শ দিয়েছে। বিদ্যালয়ে নৈশ্য প্রহরী থাকলে এমন ঘটনা ঘটাতে পারতো না।

সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে থানায় জিডি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নৈশ্যপ্রহরী নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। আগামী অর্থ বছরে হয়তো প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। আমরা বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

কালীগঞ্জে শহীদ নূর আলী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শহীদ নূর আলী ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি শাখা শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির আশ্বাস দিয়ে ১০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। এব্যাপারে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শহীদ নূর আলী ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি শাখা শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির আশ্বাস দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তি এমপিও ভুক্ত না হওয়ায় এবং তাদের দেয় টাকা ফেরত না পাওয়া তারা অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরুর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এ অভিযোগের অনুলিপি প্রেরণ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের, যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন দফতরে। লিখিত অভিযোগে

তারা জানান, ডিগ্রি শাখা এমপিও ভুক্তির প্রলোভন ও প্রতিশ্রুত দিয়ে অধ্যক্ষ তাদের নিকট থেকে ১০ লক্ষ টাকা আদায় করে। এমপিও না হলেও পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিক্ষকদের টাকা ফেরত দেননি। তাঁরা ২০১৫ সালে মোটা অংকের টাকা ডোনেশান দিয়ে ডিগ্রি পর্যায়ে নিয়োগ পান। এর পর থেকে তাঁরা কলেজের কোন অর্থনৈতিক সুবিধা পাননি। ফলে তাঁরা অর্থাভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

এরই মধ্যে ২০১৯ সালে স্নাতক শাখার শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তি করে দিবেন এই মর্মে অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দেন ডিগ্রি শাখার সকল শিক্ষক্ষ কর্মচারী মিলে ২০ লক্ষ টাকা দিতে পারলে এমপিও ভূক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী শিক্ষক রবিউল ইসলাম, রফিকুজ্জামান, মনিরুজ্জামান, কামরুন্নাহার, জেসমিন আক্তার, হায়দার আলী সহ একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে জানান, এমপিও ভূক্তির জন্য ডিগ্রির সকল শিক্ষক কর্মচারী তাদের কেউ জমি বন্ধক রেখে, কেউবা গরু ছাগল বিক্রি করে ১০ লক্ষ টাকা অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশে কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ সাজ্জাদ ও প্রভাষক প্রবীর কুমার বিশ্বাস এর নিকট প্রদান করি এবং এমপিও হয়ে গেলে আরও ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়। তবে এমপিও ভুক্তি না হলে আমাদের দেয় অগ্রিম ১০লক্ষ টাকা স্ব স্ব শিক্ষককে ফেরত দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ২০১৯ সালে ডিগ্রি শাখা যখন এমপিও হলো না, তখন আমরা কিছু শিক্ষক অধ্যক্ষের নিকট টাকা ফেরত চায়। কিন্তু তিনি আমাদের কথায় কোন প্রকার কর্নপাত করেননি এবং টাকা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন ধরণের তালবাহনা শুরু করেন। অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের মদদ পুষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর নিকট টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য কেউ সাহস করেনি। এভাবে ৬টি বছর অতিবাহিত হলেও আমাদের টাকা আজও ফেরত পায়নি বা এমপিও ভুক্তি করাও হয়নি, ফলে আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি।

এদিকে সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের শাসনামলে অধ্যক্ষ কজলেজের প্রভাবশালী শিক্ষক সুব্রত নন্দী, কমিটির সদস্য গোলাম রসুলকে সাথে নিয়ে কলেজে নিয়োগ প্রদান সহ কোটি কোাটি টাকারও বেশি বানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও অধ্যক্ষ তাঁর বন্ধু মহল নিয়ে কলেজে, আওয়ামী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। একাধিক জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের নির্বাচনী প্রিজাইডিং অফিসারসহ নানাবিধ অপকর্ম করেছেন। সেই সব নির্বাচনে নিদিষ্ট কিছু সংখ্যক শিক্ষক দায়িত্ব

পালন করতেন। শহীদ নূর আলী কলেজ থেকে ভোট, পরীক্ষাসহ সকল ডিউটি ভাগ-বন্টন করতেন অধ্যক্ষের অনুসারীরা। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের টাকা ফেরতসহ এ সকল ঘটনার সুষ্ট তদন্তস্বাপেক্ষ বিচার দাবী করেছেন।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু বলেন আমি এর সাথে জড়িত নয় তারা সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিম আনার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে ইসলামী ব্যাংকের একটি নিদিষ্ট একাউন্টে জমা দিয়েছেন। এর বাইরে আমি কিছু জানিনা।

ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী সাইকেল র্যালি

ঝিনাইদহে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বাড়াতে দুর্নীতি বিরোধী সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আজ রোববার (০৩ নভেম্বর) সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে ইয়েস গ্রুপের আয়োজনে এক র্যালি বের করা হয়।

র্যালিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করেন। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে পলিটেকনিক ইন্সটিউটে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এর আগে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে আলোচনা সভা ও পায়রা অবমুক্ত করে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বকুল চন্দ্র কবিরাজ, সনাকের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সনাকের সহ-সভাপতি আহম্মেদ হোসেন, সাবেক সভাপতি এন এম শাহজালাল, সদস্য নাসরিন ইসলাম, কাজল বিশ্বাস, ইয়েস উপ কমিটির আহ্বায়ক আব্বাস উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ।

আয়োজকরা আশা করেন, এই সাইকেল র্যালির মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সবাই

মিলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে একসঙ্গে কাজ করবে।

ঝিনাইদহে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে দুই প্রেমিকার অনশন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাগান্না গ্রামে এক তরুনকে বিয়ে করতে অনশন করেছে দুই তরুনী। গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে ওই গ্রামের ইকরামুল হকের ছেলে শাহীনকে বিয়ের দাবীতে অনশন করে তারা।

জানা যায়, গতকাল শনিবার বিকেলে পার্শবর্তী হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ঘোড়াগাছা গ্রামের আবুল কাশেমের মেয়ে রুনা খাতুন বিয়ের দাবিতে শাহিনের বাড়িতে অবস্থান করে। রুনা খাতুনের আসার খবরে সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে সাদিয়া খাতুনও বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে আসে। এক যুবকের বাড়িতে দুই তরুনীর অবস্থানের খবর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রতিবেশীরা জানায়, দীর্ঘ দুই বছর ধরে রুনার সাথে শাহীনের প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছিলো। তাদের দুই পরিবার তাদের বিয়েতে রাজি ছিল। কিন্তু শাহীন ধর্ষণ মামলার আসামি হওয়ায় পরে তার পরিবার তাদের বিয়েতে অস্বীকৃতি জানাই। এরপর রুনাকে পরিবার থেকে তার অমতে বিবাহ দিতে গেলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে শাহীনের বাড়িতে উঠে। অন্যদিকে গত দুই মাস হলো সাদিয়া নামে আরেক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে শাহীনের। প্রেমিকের বিয়ের কথা শোনার পর সাদিয়াও তার বাড়িতে আসে বিয়ের দাবিতে। এমন ঘটনায় শাহীন ও তার পরিবারের উপর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

রুনা বলেন, শাহিনের সাথে আমার দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক। আমাদের বিয়েতে দুই পরিবারই রাজি ছিল। কিন্তু শাহীন ধর্ষণ মামলায় আসামি হওয়ায় আমার পরিবার আর মেনে নেয়নি। শুক্রবার আমার বিয়ের জন্য পরিবার থেকে চাপ দেয়। আমি শাহিনকে ছাড়া অন্য কারো বিবাহ করবো না। একারণে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। একারণে আমি শাহিনের বাড়িতে

আসছি। আমি ওকেই বিয়ে করবো। শহিন যদি ওই মেয়েকে বিবাহ করে আমার কোন সমস্যা নেই।

অন্য প্রেমিকা সাদিয়া খাতুন বলেন, শাহিনের সাথে দুই মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক। এর আগে শাহিন তাকে বিয়ের জন্য তার বাড়িতে আসতে বলে। আমি বাড়ি থেকে তার বাড়িতে আসি। তখন শাহিনের বাড়ির লোকজন ঝামেলা করাই সেদিন বিয়ে হয়নি। আজ আবার শাহিনের বাড়িতে আরেক মেয়ে আসছে বিয়ের দাবিতে। আমি তো ওকে ভালবাসি। আমকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রেমিক শাহিন বলেন, আমাকে বিয়ে করতে যে দুই মেয়ে আসছে। তাদের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল এখন নেই। তবে তারা যেহেতু তাকে বিয়ে করতে বাড়িতে চলে আসছে, তাদের দুই জনকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই। সে দুইজনকেই বিবাহ করতে রাজি।

হলিধানী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সন্তোষ কুমার জানান, রাতে সাদিয়া নামের ওই মেয়েটি তার বাড়িতে ফিরে গেছে। আর রুনাকে শাহীন বিয়ে করেছে।